JUN 2003
পৃষ্ঠা... কলাম...

দৈনিক ইনকিলাব

ভুলে-ভরা বাংলাপিডিয়ার চরম ধৃষ্টতা

প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আবদুর রব

প্রসঙ্গ কথা

অনেক তোড়জোড় ও আলোচনা-সমালোচনার জন্মদিয়ে অবশেষে মাত্র কদিন আগে প্রকাশিত হয়েছে বাংলাপিডিয়া" (Banglapedia) নামের বাংলাদেশের প্রথম বিশ্বকোষ সিরিজ। মোট ১০ ভল্যুমে ইংরেজী ও বাংলা ভার্সনের এ সুদৃশ্য বিশ্বকোষ সিরিজ প্রকাশ করেছে এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ। দেশের এবং বিদেশের মোট ১২০০ পন্ডিতদের লেখা প্রায় ছ' সহস্রাধিক বিষয়ের ওপর তথ্যমূলক প্রামাণ্য বিবরণ এ দশ-ভল্যুমের বিশ্বকোষে সংযোজিত হয়েছে। এ সিরিজের মূল্য ধরা হয়েছে ১২,০০০/- (বার হাজার টাকা)। ছাপার পর পরই প্রকাশনা কর্তৃপক্ষ তড়িঘড়ি আগাম বিক্রি হয়ে যাওয়া শত শত সেট বিলি-বন্টনও করে ফেলেছে ইতোমধ্যে।

হাতে আসার পর আমি বাংলাপিডিয়ার কয়েকটি ভল্যুমে চোখ বুলিয়ে নিতে গিয়ে এসবে রয়ে যাওয়া অসংখ্য তথ্যগত, উপাত্তগত এবং সূক্ষ্ম ধূর্ত কৌশলে জাতীয় স্বার্থবিরোধী পক্ষপাতমূলক বিকৃতি এবং ভুলে-ভরা এন্ট্রি দেখে শিউরে উঠেছি। এসবের কয়েকটি তো রীতিমতো জাতীয় স্বার্থবিরোধী দেশদ্রোহিতার মত কাজ। দেশের জনগণের রক্ত পানি করা রাজস্বের ও দানের পয়সা ও সম্মান-বিসর্জন দিয়ে ভিক্ষা করে আনা অনুদানের পয়সায় ছাপানো দেশের প্রথম প্রকাশিত বিশ্বকোষের প্রায় প্রতিটি ভল্যুমে এমন ভুলে-ভরা ও তার চেয়ে শংকার- দেশের স্বার্থের হানিকর তথ্য উপস্থাপনা আমাকে চরম হতাশ করেছে।

আমার চোখে পড়া বাংলাপিডিয়ার একটি অন্যতম ক্ষমার অযোগ্য ত্রুটি হচ্ছে, ইংরেজী ভার্সনের ১নং ভল্যুমের (V0L-1, Page 249) দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ সম্পর্কিত। এন্ট্রিটির কোন স্থানেই দেশের অন্যতম শীর্ষ জ্ঞানগুরুকে জাতীয় অধ্যাপক (National professor) হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি। অথচ ইন্তেকালের সময় পর্যন্ত অধ্যাপক আজরফ ছিলেন : 'জাতীয় অধ্যাপক'। 'পড়ে মনে হল তাঁর ইমেজকে ছোট করার জন্যই জনৈক প্রদীপ কুমার রায় নামক নিবন্ধকারকে দিয়ে বাংলাপিডিয়ার সম্পাদক মন্ডলী এ কাজটি করিয়েছে।

ইংরেজী ভার্সনের ঐ একই ভল্যুমের (Vol-1 page 410) ৪১০ নং পৃষ্ঠায় বান্দরবান জিলার জনসংখ্যা (population)-এর তথ্য দিতে গিয়ে বাংলাপিডিয়া চরম উপাত্ত-উৎপাত উৎপন্ন করেছে। (statistical anomalies)। যেমন, বান্দরবানের মোট জনসংখ্যার ধর্মভিত্তিক বন্টন চিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে লেখা হয়েছে, জেলাটিতে মুসলিম ৪৭,৬২% বৌদ্ধ ৩৮%, খ্রীষ্টান ৩৮%, হিন্দু ৩,৫২% এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ৩.৫৯%। এর ফলে মোট শতকরা হার (যোগফল) দাঁড়ায় ৪৭.৬২% +৩৮%+৩৮%+৩.৫২%+ ৩.৫৯%= সর্বমোট ১৩০.৭৩%। এশিয়াটিক সোসাইটির মত এমন খ্যাতিমান ও যোগ্য প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত এমন গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনায় এ ধরনের উদ্ভট পরিসংখ্যানের উপস্থিতিকে বাংলাপিডিয়ার স্বনামধন্য সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন? ঐ একই পৃষ্ঠার একই এন্ট্রিতেই বান্দরবানের ভূমি ব্যবহারের চিত্রে লেখা হয়েছে, পার্বত্য জেলাটির ভূমির ৫২.১৫% ভাগই নাকি 'জুম' ও ফল চাষের আওতায়। এমন মনগড়া উপাত্ত তারা কোথা থেকে কিভাবে জোগাড় করলেন জানতে মন চায়।

• • •

ইংরেজী ভার্সনের ঐ একই ভল্যুমের (Vol-1 page 410) ৪১০ নং পৃষ্ঠায় বান্দরবান জেলার জনসংখ্যা (population)-এর তথ্য দিতে গিয়ে বাংলাপিডিয়া চরম উপাত্ত-উৎপাত উৎপন্ন করেছে। (statistical anomalies)। যেমন, বান্দরবানের মোট জনসংখ্যার ধর্মভিত্তিক বন্টন চিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে লেখা হয়েছে, জেলাটিতে মুসলিম ৪৭,৬২% বৌদ্ধ ৩৮%, খ্রীষ্টান ৩৮%, হিন্দু ৩,৫২% এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ৩.৫৯%। এর ফলে মোট শতকরা হার (যোগফল) দাঁড়ায় ৪৭.৬২% +৩৮%+৩৮%+৩.৫২%+ ৩.৫৯%= সর্বমোট ১৩০.৭৩%। এশিয়াটিক সোসাইটির মত এমন খ্যাতিমান ও যোগ্য প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত এমন গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনায় এ ধরনের উদ্ভট পরিসংখ্যানের উপস্থিতিকে বাংলাপিডিয়ার স্বনামধন্য সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন? ঐ একই পৃষ্ঠার একই এন্ট্রিতেই বান্দরবানের ভূমি ব্যবহারের চিত্রে লেখা হয়েছে, পার্বত্য জেলাটির ভূমির ৫২.১৫% ভাগই নাকি 'জুম' ও ফল চাষের আওতায়। এমন মনগড়া উপাত্ত তারা কোথা থেকে কিভাবে জোগাড় করলেন জানতে মন চায়।

• • •

স্বল্প সময়েই (মাত্র আধা ঘন্টার চোখ বুলানো সময়েই) আমার চোখে পড়া এসব ভুলের সবচেয়ে ভয়ঙ্করটি হচ্ছে বাংলাপিডিয়ার ইংরেজী ভার্সনের ৯ নং ভল্যুমের ৩৮৮-৩৮৯ নং পৃষ্ঠায় বিধৃত 'South-Talpatti Island' (দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ) সংক্রান্ত এন্ট্রিটি। লেখা-বিবরণের চাইতে মানচিত্রেই বেশী প্রকাট। উপরের এবং নিচের (ডানদিকে) উভয় মানচিত্রে বাংলাপিডিয়ার সম্পাদনা পরিষদ (প্রকাশক) ও এন্ট্রি-উপস্থাপক অত্যন্ত চতুরতার সাথে হাড়িয়াভাঙ্গার মূল-মধ্যস্রোতকে (Thalweg) দ্বীপটির পশ্চিমে প্রবাহিত দেখিয়েও একে পূর্বদিকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বাংলাদেশের আঞ্চলিক সমুদ্রসীমানার দিকে অর্থাৎ পূর্বদিকে প্রলম্বিত করে দেখিয়েছেন। এর ফলে বাংলাদেশের উপকূলীয় বঙ্গোপসাগরের আঞ্চলিক সমুদ্র সীমা (T.S) ও একান্ত অর্থনৈতিক অঞ্চল (E.E.Z) খুবই সংকীর্ণ হয়ে কমে গেছে এবং ভারতের এসব সমুদ্র স্বার্থ প্রশস্ত ও বিবর্ধিত হয়ে গেল। ঐ মানচিত্রে ঐ আন্তর্জাতিক সীমা-রেখাটি শুধুমাত্র দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপটির দক্ষিণ-সীমা পর্যন্তই প্রলম্বিত করে পশ্চিমে বাঁকিয়ে দেখানো উচিৎ ছিল। কারণ সমুদ্রতাত্ত্বিক (Ocenographic) নদীতাত্ত্বিক/পানিতাত্ত্বিক (Hydrographic) ও ভূরূপতাত্ত্বিক (Geomorphic) সকল হিসেবেই দ্বীপটি আমাদের অংশে পড়েছে। তাই স্বাভাবিক হিসেবে হাঁড়িয়াভাঙ্গার মূল স্রোতধারা দ্বীপটির পশ্চিমে যাবার ফলে দ্বীপটি আমাদের অংশে পড়েছে বাংলাপিডিয়ায় ঐ রেখার দ্বিপটিকে আমাদের অর্থাৎ বাংলাদেশের ভাগে দেখালেও জটিলতা দেখা দিয়েছে ভারত-বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমা রেখাটিকে পশ্চিমবাহী না দেখিয়ে অযৌক্তিকভাবে (দেখে মনে হয় সচেতন ধূর্ত কৌশলে) পূর্বদিকে অনেকটা প্রলম্বিত করে দেখানোর ফলে। এতে দ্বীপটি বাংলাদেশের অংশে পড়ার ফলেও টেরিটোরিয়েল সী বা আঞ্চলিক সমুদ্রাঞ্চলে এবং একান্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলে (E.E.Z) বাংলাদেশে যে জলভাগ/সমুদ্রাঞ্চলে দাবী প্রতিষ্ঠিত হবার কথা ছিল- কার্যত তা ঐ রেখার (International Boundery) পূর্ববাহী ক্রমবর্ধমানতা তীব্রভাবে ব্যর্থ করে দিয়েছে। বাংলাপিডিয়ার ভাষ্য-বিবরণে তা বিধৃত করলেও বাংলাপিডিয়ার মানচিত্রের সূক্ষ্ম চানক্য চাল বাংলাদেশের স্বার্থকে পুরোপুরি ব্যর্থ করে দিয়ে বঙ্গোপসাগরে ভারতের স্বার্থকেই রক্ষা করছে বংশবদ চাকরের মত। চরমভাবে খর্ব করেছে বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থকে। দেশ ও জাতীয় স্বার্থে সরকার যেন যথাশীঘ্র বাংলাপিডিয়ার ঐসব ভুল শুধরে নেবার নির্দেশ প্রদান করে জাতীয় স্বার্থকে ও সঠিক তথ্যকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করে- তাই আমাদের দাবী। একই সাথে বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির মত একটি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের এমন মহৎ উদ্যোগে এ ধরনের ব্যর্থতা সংস্থাটির ভাবমূর্তিকে দারুণভাবে ক্ষুন্ন করেছে বলে আমরা মনে করি। সময় নিয়ে পুরো বইটি পড়লে হাজারো উপাত্ত-বিভ্রম উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং পক্ষপাতমূলক বিকৃত বেরিয়ে আসবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমরা আন্তরিকভাবে বাংলাপিডিয়ার এবং একই সঙ্গে এর প্রকাশনী প্রতিষ্ঠান জাতীয় পরম গর্বের ধন এশিয়াটিক সোসাইটির উজ্জ্বলতর ভাবমূর্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা কামনা করি।

লেখক ঃ প্রফেসর ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়